বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)

Bangladesh Agricultural Research Council (BARC)

www.barc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। দেশের সামগ্রিক কৃষি গবেষণাকে অধিকতর গতিশীল, যুগোপযোগি ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যপরিধি বর্ধিত, সুসংহত ও জোরদার করে কাউন্সিলকে অধিকতর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কাউন্সিল খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া কাউন্সিল কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করে থাকে।

জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে বর্তমান সরকারের সময়ে প্রথম শ্রেণির ১৭ কর্মকর্তা ও ২২ জন কর্মচারী নিয়োগ এবং প্রথম শ্রেণির ১০ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ধান ও ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচি

দেশে ধান ও ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ 'কর্মসূচি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধান ও ডাল ফসলের উন্নত প্রযুক্তি, সমন্বিত শস্য উৎপাদন ও বালাই ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ এবং ডালের সাথে উন্নত শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ধান ও ডাল চাষের এলাকা সম্প্রসারণসহ উৎপাদন যথাক্রমে ২৫% ও ২০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রজনন বীজ, ভিত্তি বীজ এবং সার্টিফাইড বীজ উৎপাদন করছে এবং কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস আয়োজন করছে।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও প্রসার

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিষমুক্ত উচ্চ মূল্য সব্জি যেমন টমেটো, বেগুন, শসা, বাধাকপি, ফুলকপি, মিষ্টিকুমড়া, ঢেঁড়স, শিম উৎপাদনের লক্ষ্যে এগুলোর প্রতিরোধক লাইন নির্বাচন এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় টেকসই প্যাকেজ উদ্ভাবনের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। 'ফেরোমন ট্র্যাপ' পদ্ধতি সবজি ফসলের পোকা ও রোগবালাই দমনে কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে এবং কৃষক পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজী সাপোর্ট প্রজেক্ট (Agricultural Biotechnology Support Project)

কাউন্সিল এ প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছে। সরকারি অনুমোদনের আলোকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিটি বেগুন ও ট্রান্সজেনিক আলুর মাল্টি লোকেশন ট্রায়াল শুরু করেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে প্রচলিত জাত থেকে বেগুন ও আলু উৎপাদনে কৃষককে মাত্রাতিরিক্ত কীট-নাশক প্রয়োগ করতে হচ্ছে যা একাধারে যেমন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ অপরপক্ষে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বেগুন ও আলুর বেশ ক'টি জাত কৃষক/মাঠ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এতে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। জাতগুলো অবমুক্ত করা হলে বালাই/ছত্রাক নাশক প্রয়োগ ছাড়াই পরিবেশ বান্ধব বেগুন ও আলু উৎপাদন সম্ভব হবে।

এশিয়ান ফুড সিকিউরিটি প্রকল্প (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative, AFACI)

উন্নত জাত, শস্য বিন্যাস এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সহ খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করার লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার আরডিএ অর্থায়নে "এশিয়ান ফুড সিকিউরিটি (আফাসি) " শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১০ সাল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধান ও গমের প্রতিকূল আবহাওয়ার জাত উন্নয়নসহ পরিচর্যা কলাকৌশল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ধান ও গমের মাঠ প্রদর্শনী এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ধান ও গমের বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাপ সহিষ্ণু গমের জাত (বারিগম-২৫,২৬) এবং ধানের জাত (ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৫ এবং বিনাধান-৮) সহ বেশ কিছু উন্নত প্রযুক্তি দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় সম্প্রসারণ করা

হয়েছে। প্রকল্প এলাকাসমূহে কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ধান ও গম বীজ বিতরণসহ ব্যাপক কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৪০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পজিয়াম, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন।

আফাসি (AFACI) প্রকল্প সহায়তায় বাগেরহাটের কৃষকের মাঝে ধানের বীজ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (National Agricultural Technology Project - NATP)

কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা গতিশীল, কার্যকর এবং এ ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (National Agricultural Technology Project (NATP) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী ও এনজিও এর অংশগ্রহণে একটি গবেষণা অগ্রাধিকার দলিল প্রণয়ন করা হয়। দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা ১০৮টি গবেষণা কার্যক্রম (শস্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, খাদ্য পুষ্টি, আর্থ-সামাজিক ও বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত গবেষণা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন নতুন বেশ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন পর্যায়ে আছে। এ প্রকল্পসমূহের আওতায় চাহিদা ভিত্তিক বেশ কিছু গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণা সুবিধাদি জোরদার করা হচ্ছে। তা ছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম (Competitive Grants Programme)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানী আইন এর আওতায় কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (KGF) গঠন করা হয়। কেজিএফ একটি বহুমাত্রিক ও প্রতিযোগীতামূলক গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম বা NARS প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী যে সব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গবেষণা অবকাঠামো ও দক্ষ জনবল রয়েছে সে সব প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে কৃষি গবেষণার প্রসার ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম Competitive Grants Programme (CGP) পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিএআরসি কর্তৃক কৃষি গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারিত হওয়ার পর কেজিএফ বোর্ড ২০০৯ সাল থেকে দুই পর্যায়ে অদ্যাবধি ১০১ টি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করে। ইতোমধ্যে ৫০টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মসুর ও রসুনের ৩টি নতুন জাত উদ্ভাবনসহ লবণাক্ত, খরা ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (Agricultural Technology Transfer Project)

নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিশোধন (Validation), সম্প্রসারণ ও হস্তান্তর এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিশোধন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের আওতায় শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও কৃষি বনায়ন কার্যক্রমে মোট ৫৫ টি প্রযুক্তি ৪৩টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে ১৬,৭৪৪ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ, ১১,৮৪০টি মাঠ দিবস আয়োজন এবং ৭৬৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রম

গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কৃষি গবেষণায় নীতি-নির্ধারণ ও গবেষণা অগ্রাধিকার প্রণয়ন করে থাকে। সম্প্রতি কাউন্সিল কৃষি বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ এর সমন্বয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ঢাকায় একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক মাঠ পর্যায়ের চাহিদা নিরূপণ করে একটি কৃষি গবেষণা অগ্রাধিকার প্রণয়ন করে। নিরূপিত গবেষণা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাউন্সিল একটি ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন করে। কৃষির ১২টি সাব-সেক্টরের জন্য প্রণীত এ ভিশন ডকুমেন্ট দেশের ভবিষ্যৎ কৃষি গবেষণার দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

জমির উপযোগিতা ভিত্তিক ক্রপ জোনিং (Crop Zoning) ম্যাপ প্রণয়ন

মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদনের লক্ষ্যে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশে ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এনএআরএস প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে এসআরডিআই, বিএআরআই এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বিএআরসি কর্তৃক এই ম্যাপ তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ম্যাপ অনুসরণ করে এলাকাভিত্তিক উপযোগী ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট, এ্যাক্ট, গাইডলাইন প্রণয়ন

কাউন্সিল বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি নীতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১২, Intellectual Property Rights (IPR) Rules এবং Biotechnology and Biosafety Regulation & Act. বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণয়নসহ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে সক্রিয় সহায়তা করছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২

দেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সহযোগী সকল সংস্থাসমূহের গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার, কর্মসূচি সমন্বয়, জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্য বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে। উক্ত আইনটি জাতীয় সংসদে অনুমোদনের পর গত ৮ মার্চ, ২০১২ সেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ আইন প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষিতে কাউন্সিল কৃষি গবেষণা সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম

জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমে কর্মরত বিজ্ঞানীদের স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী উচ্চ শিক্ষার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫ (Human Resources Development Plan 2025) প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণায় কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের অবসর গ্রহণের কারণে সৃষ্ট শূন্যতা যাতে যোগ্য ও দক্ষ বিজ্ঞানী দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায় সে বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বৃত্তির আওতায় গবেষণা মঞ্জুরী খাত হতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি বিজ্ঞানীকে পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। রাজস্ব খাত এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে ৩২ জন বিজ্ঞানীকে পিএইচডি কোর্সে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক এবং দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য গবেষণা মঞ্জুরী খাত হতে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিনিয়র বিজ্ঞানীকে আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে Financial Management Ges Research Methodology বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের প্রশাসনিক এবং দাপ্তরিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর মোট ৪০ জন বিজ্ঞানীকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় মুলিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫৯ জন সিনিয়র বিজ্ঞানীকে আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/এজেন্সির প্রায় ৩০০০ বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

তা ছাড়া NATP এর অধীনে উচ্চ শিক্ষা ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ৯০টি (বৈদেশিক -৩০ ও স্থানীয়-৬০), স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স যোগদান ৯৭৮৮ জন (বৈদেশিক -১৮৯ ও স্থানীয় - ৯৫৯৯ জন), পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশীপে ৭ জন এবং বৈদেশিক শিক্ষা সফরের ৯৬ জনকে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্য/উপাত্ত যেমন- গবেষণলব্ধ ফলাফল/প্রযুক্তি, অর্থ ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মানবসম্পদ, প্রকাশনা ইত্যাদি ডাটাবেইজ স্থাপনের মাধ্যমে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং তা সরবরাহ সেবা প্রদান করে থাকে। তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কার্যকরীভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে ICT কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে কাউন্সিলসহ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ICT এবং MIS Cell গঠন করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিলে ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কাউন্সিলে জিওগ্রাফীকাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) এর কাজ অব্যাহত আছে। সম্প্রতি ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক সম্ভাব্য ফসল উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় অধিক উপযোগী ফসল চাষের পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে। ইতোপূর্বে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ যেমন কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (AEZ), পরিবেশ প্রতিকূল এলাকা, ভূমি শ্রেণি প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি কাউন্সিলে জলবায়ু বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভা

বিগত ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অংশগ্রহণে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন কারিগরি কমিটি (TCARD) এর ৭ম সভা রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্কভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ়করণে এর ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং উক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। সভায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে জার্মপ্লাজম উপযোগি প্রযুক্তি বিনিময়, বীজ পরীক্ষা গবেষণাগারের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণসহ সার্ক বীজ ব্যাংক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

নিয়মিত কার্যক্রম

ফসলের জাত ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন ও মান নিশ্চিতকরণ

কাউন্সিল জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির মাধ্যমে প্রধান ফসলের নূতন জাত ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন ও মান নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বীজ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করে থাকে।

সার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ প্রমিতকরণ

সার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের জন্য গঠিত প্রমিতকরণ বিষয়ক জাতীয় কমিটির কারিগরি বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির নেতৃত্ব প্রদানে কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে কাউন্সিলের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ে প্রতিটি থানার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ জরিপ এবং মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তার ফলাফলসহ শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা নির্দেশিকা প্রণয়ন, মুদ্রণ সহায়তা করা হয়েছে।

গবেষণা-সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সমন্বয়

গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কৃষি গবেষণা কারিগরী সমন্বয় কমিটি (National Agricultural Technical Coordination Committee – NATCC) আছে। উক্ত কমিটি বিভিন্ন কৃষি কারিগরী কমিটির (Agricultural Technical Committee) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

গভর্নিং বডি ও নির্বাহী কাউন্সিল সভা

কাউন্সিল তথা জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণায় দিকনির্দেশনা ও গবেষণা খাতে ব্যয় বরাদ্দসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষি সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে গভর্নিং বডি, নির্বাহী কাউন্সিল ও জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভা আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গভর্নিং বডির সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে সমঝোতা চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সম্প্রতি আমেরিকা, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভুটান, ভিয়েতনামের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড চলমান আছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থাসমূহ যেমন-IRRI, CIMMYT, ICARBA, Embrapa, World Fish ইত্যাদির সংগে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড জোরদার হয়েছে।